Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

"...বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তিহননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
দেশের সর্বব্যাপ্ত সমস্যা.....	
বিশ্বগুরু সাজার প্রয়াসও এক জুমলা	১
দেশে-বিদেশে	২
২২তম জাতীয় সম্মেলন... ভাষণ	৩
বোলসোনারোর বিদায়	৪
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন	৫
ত্রিপুরায় আরএসপি'র রাজ্য সম্মেলন	৬
আরএসপি'র ২২তম জাতীয় সম্মেলনে আলোচনা সভা	৭
বেদ-বেদান্ত... শিক্ষা প্রচলন	৮

70th Year 20th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 26th November 2022

সম্পাদকীয়

সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন সরকারি খরচে হেলিকপ্টারে করে উড়ে উড়ে গিয়ে চিলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। কখনও জঙ্গলমহলের বেলপাহাড়ি, তো কখনও হিঙ্গলগঞ্জের দুর্গম অঞ্চল কালিতলা। আগাপাশতলা দুর্বৃত্তদঙ্গল আর চোরেদের দলনেত্রী লম্বাচওড়া প্রতিশ্রুতির বেলুন উড়িয়ে সাময়িকভাবে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে রাজ্যে প্রতিটি সামাজিক প্রকল্পে, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দই কমছে না, রাজ্য সরকারের বরাদ্দ কমছে এবং প্রাপক সংখ্যাও কমছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি থেকে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির ঘোষণা করেই তিনি এমনভাবে বলছেন যে, তিনি যেন নিজের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অন্নপূর্ণার মতো নিজের সম্পত্তি দানধ্যান করছেন।

স্বেচ্ছাচারী তৃণমূল নেত্রী তখন আর মুখ্যমন্ত্রী নন, তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো; তাঁর অনুপ্রোরণায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী মহিলা আদিবাসী মানুষেরা শুনছেন, "নাও, আমি দিলাম।" আর তাঁরই স্তাবক বেশ কিছু প্রবীণ তৃণমূল নেতা নেত্রী, সরকারী স্থায়ী কর্মচারীদের ডি.এ এবং অস্থায়ী কর্মচারীরা স্থায়ী করার দাবি নিয়ে আন্দোলন করলে অদ্ভূত সব যুক্তি হাজির করছেন। সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকারগুলি মিটিয়ে দিতে গেলে নাকি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রাপক দরিদ্র মানুষরা বঞ্চিত হবেন। তাই পুলিশমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে বিক্ষোভকারীদের পুলিশের কামড় খেতে হয়; ডি এ এবং স্থায়ী চাকরির দাবিতে প্রতিবাদী প্রবীণ সরকারি কর্মচারীদের গুণ্ডা-পুলিশের ঘুঁষি খেতে হয়। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে শুধুমাত্র দুর্নীতিবাজ এবং দুর্বৃত্তদঙ্গল অধ্যুষিত একটি সংস্থা বলে ব্যাখ্যা করলে কিছুই বলা হয় না। দেশের সংঘ পরিবার যে ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাপ্রবণ নানাসংগঠন এবং কর্পোরেটসহ স্যাঙাৎ পুঁজির স্বার্থবাহী দল গড়ে তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত সেই প্রতিক্রিয়ার আবহের একশ শতাংশ অনুসারী। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে।

রাজ্যের শীর্ষ আদালতে প্রমাণিত হয়েছে বহু ব্যক্তি ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই তৃণমূলের সাঙ্গপাঙ্গদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে চাকরি কিনেছেন। তথাপি সমস্ত আইনকানুন পদদলিত করে মমতার সরকার সেই চূড়ান্ত অযোগ্য শিক্ষক এবং গ্রাম শহরের চাকরি বিক্রেতা নেতানেত্রীদের মধ্যে রক্তক্ষয় এড়াতে বাড়তি পদ সৃষ্টি করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নিয়মনীতি অনুসারে যখন কেন্দ্রীয় সরকারি স্তরে ১০০ দিনের কাজ, বিভিন্ন আবাস যোজনা ও অন্যান্য বরাদ্দের ব্যাপারে গ্রাম সংসদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রশ্ন উঠছে, তখন তড়িঘড়ি করে গ্রাম সংসদের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের প্রসঙ্গে জাল সই করে গ্রাম প্রধানরা (৯৮ শতাংশই তৃণমূল নেতৃত্ব) নথি জমা দিচ্ছে। আর ভয়ে ভয়ে রাজ্য সরকারের আমলাকুল তাতেই সরকারি শিলমোহর দাগিয়ে দিচ্ছেন। সরকারি বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় কৃষিতে সার, কীটনাশক, বীজের ঢালাও চোরাকারবার চলছে; ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ বাড়তি দামে। আলুচাষিরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। অথচ রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল নেই।

রাজ্যের স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলি পুঁজির অভাবে আজ ছত্রখান। ক্ষুদ্র ঋণ দায়ী সংস্থাগুলি গ্রামবাসীদের কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে ধরেছে। ভোটের আগে সেই 'তিনি' ঘোষণা করেছেন নাকি স্বরোজগার কর্পোরেশন অবিলম্বে দু লক্ষ স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠন করে সরকারি ঋণ দেবে, বা ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হবে। দেশে চমক দিতে মমতা, মোদি, আদিত্যনাথের জুড়ি নেই। আসলে মমতা যে তৃণমূল স্তরের দুর্বৃত্ত নেতা-নেত্রীদের নতুন দুর্বৃত্তপনা- দুর্নীতির জমি প্রস্তুত করছেন সে বিষয়টি তাঁর পক্ষে বিপক্ষের সবাই বুঝতে পারছেন। এভাবেই দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের স্থায়ী রূপ দিয়ে রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনছেন তৃণমূল নেত্রী।

এসবের মধ্যেই চলবে ইচ্ছামতী গঙ্গা তিস্তায় সন্ধ্যারতির বেনারসি হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের অনুকরণ। বিজেপির সিএএ, এনআরসি'র বিরুদ্ধে সংসদে নীরব থাকলেও এখানে সংখ্যালঘু সমাজকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কর্পোরেট মিডিয়া পোষিত বাইনারি চলছেই। নির্বাচনী বৈতরণী পার করে মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সমস্যাকে আড়াল করতে চায় দুটি দল। এই ভয়ঙ্কর অপশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে গ্রাম শহরের বঞ্চিত মানুষ ও সংগঠিত অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ বদলে যাচ্ছে প্রতিরোধে। রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই সরকারের মিথ্যার জাল ছিঁড়তে গড়ে তুলতে হবে বিকল্প সচেতনতার পরিবেশ। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ, মাঠে ময়দানে এবং অবশ্যই ভোটের যুদ্ধেও।

দেশের সর্বব্যাপ্ত সমস্যা মেটাতে ব্যর্থ মোদী বিশ্বগুরু সাজার প্রয়াসও এক জুমলা

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষত, শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন সম্ভব করতে চরম ব্যর্থ। স্বাধীনোত্তর ভারতে এমন ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী আর দ্বিতীয়টি নেই। তিনি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে দেশের জনজীবনকে ধর্মবিশ্বাস, ভাষা ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিভাজিত করে চলেছেন। নিজের সরকারের চূড়ান্ত অসাফল্য গোপন করতে নিরন্তর জাতি ঘৃণা ও দ্বেষের আবহ নির্মাণ করেছেন। মানুষকে বারংবার প্রতারিত করেছেন আর দেশের কতিপয় দালাল বা তাঁবেদার পুঁজিমালিকের অযাচিত সুবিধা করে দিয়েছেন। তাদের অতি মুনাফা লুণ্ঠনের অপার সুযোগ করে দিয়েছে মোদী সরকার। অল্প কিছুসংখ্যক পুঁজিপতি বা কর্পোরেট কোম্পানির সম্পদ বেড়ে গেছে জ্যামিতিক হারে। আকাশচুম্বী হয়েছে তাদের সম্পত্তির বহর। দরিদ্র, বেকারত্ব, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে লাগামহীনভাবে। লজ্জা শরমের বালাই না রেখেই মোদী নির্বাচিত হবার আগে বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যেসব আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বা দিয়ে চলেছেন তা সবই প্রবঞ্চনামূলক। জুমলাবাজ এক অসৎ রাজনৈতিক নেতা।

এত ব্যর্থতার পরেও মোদীর বিদেশভ্রমণের লিপ্সা বা আকুতি বেড়েই চলেছে। তিনি কারণে অকারণে বিদেশ ভ্রমণে অত্যুৎসাহী। এ প্রসঙ্গে অবশ্য অতীতের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড তিনি ভেঙে দিয়েছেন। একসময় বলা হতো মোদী আসলে মাঝে মধ্যে ভারতে আসেন! একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত গণমাধ্যমগুলিকে উদগ্রভাবে ব্যবহার করে দেশময় তাঁর সাফল্যের মিথ্যাকাহিনী জ্ঞানশূন্যভাবে প্রচার করে গেছেন। গণতান্ত্রিক রীতি নীতির প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব তিনি কদাপি দেননি। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কখনোই তিনি বৈঠক করেননি। 'মন কী বাত' নামে একতরফা অনুষ্ঠান করে তিনি নিয়মিত দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন, প্রতারিত করেছেন। ধারাবাহিক মিথ্যা বলে গেছেন।

এমন অপগুণসম্পন্ন এক নেতা কিন্তু বিশ্বগুরু হবার জন্য উতলা। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে টেক্সাস রাজ্যের হাউস্টনে পৌঁছে গেছেন। আর এস এস-এর মার্কিন সংস্করণের উদ্যোগে ওই দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছে ট্রাম্পের জন্য সমর্থন প্রার্থনা করেছেন। সমগ্র আমেকিরায় সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে অতি ঘৃণিত ট্রাম্পকে নির্লজ্জভাবে মার্কিন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট বলে প্রচার করেছেন। সমস্ত ভারতীয়দের কাছে সে সে এক গভীর লজ্জার প্রসঙ্গ।

ভারতের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে মোদীর বিন্দুমাত্র ধ্যানধারণা আছে বলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁর বিজ্ঞানবোধ, সাংস্কৃতিক বোধ প্রভৃতিও আন্তর্জাতিক পরিসরেই শুধুমাত্র নয়, ভারতের সমস্ত জ্ঞানগুণী মানুষের কাছে অশেষ যন্ত্রণার। সেই নরেন্দ্র মোদী গত ১৫-১৬ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ গোষ্ঠীর দেশগুলির শীর্ষবৈঠকে হাজির হয়েছিলেন। এই সংস্থার ১৭তম শীর্ষ অধিবেশন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি জোকো উইডোডোর।

ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ বার, ইংলন্ডে ১ বার, কানাডা, ফ্রান্স, মেক্সিকো, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, চিন, জার্মানী, জাপান, সৌদি আরব, ইটালি প্রভৃতি দেশে এমন শীর্ষবৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারে ভারতের দায়িত্ব। ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন আগামী বছরের ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর হবে। স্থান সম্ভবত, নয়া দিল্লি। ভারতের ওপর ন্যস্ত এই রুটিন দায়িত্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব বেড়ে যাবার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। বিশেষ করে, ২০২৪ এর সাধারণ নির্বাচনের আগে তিনি এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে বিজেপি-আর এস এস-এর সাফল্য বলে প্রচার করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

জি-২০'র সদস্য দেশগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা, আমদানি-রপ্তানির বিষয়গুলির সরলীকরণ, পরিবেশ ধ্বংসকারী কর্মসূচিগুলি বন্ধ করে প্রকৃতিকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা প্রভৃতি নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত আলাপ আলোচনা করে। কিন্তু এই সংস্থাটির কোনও পদক্ষেপ নেবার বিধিবদ্ধ ক্ষমতাই নেই। অতএব আলাপ আলোচনাতেই সবকিছু সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। জি-২০ সংস্থাটিও বস্তুত ওয়াশিংটন ঐকমত্যের ওপর গড়ে ওঠা একটি অন্যতম সংস্থা। এই সংস্থায় পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিও যুক্ত। আই এম এফ, বিশ্ব ব্যাংক এমনকি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাও এর সঙ্গে যুক্ত। অতীতে অর্থাৎ ১৯৯৪-এর আগে পর্যন্ত যে 'গ্যাট'-এর অবস্থিতি ছিল, যার বর্ণাঢ্য বৈঠক কখনো প্যারিস, নিউইয়ক বা টোকিওর মতো সুরম্য শহরে অনুষ্ঠিত হতো কিন্তু তেমন কোনও কার্যকর সিদ্ধান্ত সদস্য দেশগুলিকে মানতে বাধ্য করতে পারত না, জি-২০ সংস্থাটিও প্রায় তেমনই একটি আলংকারিক সংস্থা ব্যাতীত কিছু নয়।

জি-২০ নিয়ে মাতামাতি করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু মোদী তা ভাববেন কেন? তাঁর তো বিশ্বগুরু সেজে আগামী দিনে ভারতের বৃহদংশ মানুষকে প্রভাবিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং, ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ বৈঠকে ১৫-১৬ নভেম্বর অংশগ্রহণ করেই ভারতে প্রচার চালনো শুরু করেছেন যে, তাঁকে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলি সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মান্যতা দিয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২২ থেকে এক বছর তিনিই জি-২০'র সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ মোদীর বিশেষ কর্মকৃতির পরিচয় বহন করছে!!

আগামী ৫ ডিসেম্বর দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের বিরাট সংখ্যক রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি সশব্দে নিজের বাদ্যি বাজাবেন। আত্মপ্রচারের এতবড় একটি সুযোগ তিনি এবং তাঁর স্যাঙ্গাৎরা কোনভাবেই হাতছাড়া করতে প্রস্তুত নন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল নেত্রী সাগ্রহে সেই সভায় যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর তো আবার মোদীজি বিশেষ পছন্দের নেতা। আর এই সময় সি বি আই, ইডিকে সামলাতে মোদিজই সহায়।

গঙ্গা আরতির নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

সরকারি টাকায় কলকাতাতেও গঙ্গা আরতি করার ব্যবস্থা করতে বললেন, মমতা ব্যানার্জি।

সোমবার নবান্নে স্বাস্থ্য নিয়ে সরকারি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে একটা গঙ্গা আরতির জায়গা হোক। উত্তর প্রদেশে আছে। আমাদের এখানে নেই। সেখানে একটা মন্দির আছে। শান্তির পীঠস্থান। সেখানেই গঙ্গা আরতির জায়গা করা হোক।''

ঘটনাচক্রে দীর্ঘকাল ধরেই গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা চালু আছে। নরেন্দ্র মোদী বারানসী থেকে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বারাণসীর গঙ্গা আরতি এখন উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দখলে। এদিন বারানসীর নাম উচ্চারণ না করলেও মমতা ব্যানার্জি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ওই আদলেই এ রাজ্যের কলকাতার গঙ্গাপাড়ে আরতির ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে সরকারি অর্থে এরাজ্যেও গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করতে চলেছে রাজ্য সরকার। কীভাবে স্থান নির্বাচন করতে হবে তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে দু'বছর সময় নিতে বলেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। কলকাতায় হিন্দুত্ববাদী আর এস এসের আঞ্চলিক কাণ্ডারী ও ভূমিকায় অবতীর্ণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিনে দ্রুত কোভিড-১৯ নতুন করে সংক্রমণ

চিনের সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গত তিন বছর আগে থেকে অতিমারি সংক্রমণের দৈনিক হার গত বুধবার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। একদিনে ২৩ নভেম্বর সমগ্র চিনে মোট সংক্রমণ এখন ৩১,৪৪৪; এর মধ্যে চিনের মূল ভূখণ্ডে ২৯৭,৫১৭ জনই সরাসরি কোভিডের লক্ষণযুক্ত। মৃত্যু অবশ্য মাত্র ১ জন।

চিনের অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্র সাংহাই-এ লক্ষণযুক্ত সংক্রমণের হার লক্ষণহীন সংক্রমণের হারের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মধ্যে লকডাউন শুরু হয়েছে কয়েকটি শিল্প নগরীতে।

ইতিমধ্যে এই লকডাউনের আবহেই চিনের ঝেঙঝৌ-এ পৃথিবীর বৃহত্তম আই-ফোন উৎপাদনের কারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনার দাবিতে বিক্ষোভ দমন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুলিশবাহিনী। আই ফোন কোম্পানি তাইওয়ানের ফক্সকন গত সপ্তাহে নবনিযুক্ত কর্মীদের সঙ্গে বেতন ও সুযোগসুবিধা সংক্রান্ত যে চুক্তি করেছিল তা নির্বিচারে ভঙ্গ করতেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।

রাশিয়ার বিমান হানায় ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

ক্রমাগত ইউক্রেনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপর বিমানহানায় ইউক্রেনে শীতের মরশুমে বিদ্যুতের যোগান অসম্ভব ঘাটতি পড়ায় ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি এই ধরনের বিমানহানাকে বিশ্বমানবতা বিরোধী বলে নিন্দা করেছেন। এমনকি, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইউক্রেনের জনজীবনের 'অস্তিত্ব' রক্ষাকেই যুদ্ধরত রাষ্ট্রদ্বয়ের কাছে দায়বদ্ধতা বলে ঘোষণা করেছে। শুধু কিয়েভেই বুধবার ৭০ বার বিমান হানা হয়েছে।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে মানবিক সংকট বেড়েই চলেছে। ন্যাটোর ভূমিকা অতি নিন্দনীয়। যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়ীদের অপার সুবিধা করে দিতে যুদ্ধ আরও প্রলম্বিত হোক ন্যাটোর অপচেষ্টা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই।

মহিলা সমাজের উপর হিংসা অবসানের আন্তর্জাতিক দিবসের সরকারি ঘোষণা

গত বুধবার ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখ নিউইয়র্কের রাষ্ট্রসংঘের হেড কোয়ার্টার থেকে আন্তর্জাতিক 'নারী সমাজের উপর হিংসার অবসান' দিবস ঘোষিত হল। সারা পৃথিবীর নারীবাদী এবং নারীমুক্তিকামী মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত সংগঠন কিশোরী সহ সমস্ত মহিলাদের উপর গার্হস্থ্য সহ সমস্ত ধরনের নিপীড়ন শুধু প্রতিরোধ নয়, অবসানের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলার সাংগঠনিক এবং আন্তর্জাতিক ভিত্তি স্থাপিত হবে।

একটি আন্তর্জাতিক ছাতার তলায় "Unite! Activism to End Violence against women and Girl's" শ্লোগান সারা দুনিয়ায় প্রতিধ্বনিত হবে। দেশে দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে নারীমুক্তির শ্লোগান প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের চেহারা নেবে বলে মনে করেন, বিশ্বের নারী মুক্তিকামী সমস্ত সংগঠন ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ।

ইরানে মানবিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত

গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৪ নভেম্বর, ২০২২ জাতিসংঘের মানবিক অধিকার কাউন্সিলের প্রধান ইরানে গণআন্দোলনের কর্মী ও জনসাধারণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন মানবিক অধিকারে চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেছে বলে ঘোষণা ভকার তুর্ক অবিলম্বে ইরান সরকারকে সেই পথ বর্জন করার জন্য সুপারিশ করেছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ইরানে মাত্র ২২ বছর বয়সী তরুণীকে জেলখানার মধ্যে অত্যাচার করে হত্যা করার প্রতিবাদে সমগ্র ইরানের মানুষ প্রতিবাদী আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছে। কুর্দিশ তরুণী মাশা আমিনীর মৃত্যু এবং পরবর্তীকালে ৪০ জন শিশু সহ ৩০০ জনেরও বেশি সাধারণ প্রতিবাদী মানুষের হত্যা এবং ১৪০০০-এর বেশি মানুষকে গ্রেপ্তারের বিষয়ের ওপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্তের ভার নেয় আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার কমিশন। জার্মানী এবং আইসল্যান্ড সহ প্রায় ৫০টি দেশের প্রতিনিধিদল পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা ও তদন্ত চালিয়ে যাবার রিপোর্টের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার কাউন্সিলের প্রধান ভকার তুর্ক এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন।

ইরান সরকার অবশ্য এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে জেনেভায় তাদের প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের কাছে দরবার করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

প্রাক্তন নতুন সেনাপ্রধান আসিম মুনির

প্রাক্তন আই এস আই প্রধান লে: জেনারেল আসিম মুনিরকে পাকিস্তানের নতুন সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানের কুখ্যাত গুপ্তচর সংস্থার প্রধান হিসেবে মুনির যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উগ্র ইসলামপন্থী এই সেনা আধিকারিকের অন্যতম প্রধান গুণ, তিনি পবিত্র কোরাণ অবলীলায় স্মৃতি থেকে পাঠ করতে সক্ষম। তিনি সৌদি আরবের ওয়াহাবি শাসকদের ঘনিষ্ঠ এবং উগ্রধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত। তার চাইতেও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, মুনির প্রবলভাবে অধুনা উৎখাত হওয়া প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রবল বিরোধী। ওই দেশে দ্রুত সাধারণ নির্বাচনের দাবি উঠছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সম্ভবত এখনই নির্বাচনে যেতে প্রস্তুত নন। সেই লক্ষ্যেই সামরিক বাহিনীকে নতুন করে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এ সবের ফলে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতেই থাকবে বলে অনেকে মনে করছেন।

মমতা ব্যানার্জী অথৈ জলে

যত দিন যাচ্ছে ততই পশ্চিমবাংলার তৃণমূল সরকার লাগামহীন দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়ছে। ২০১১ সালে নানা ছল চাতুরি ও মিথ্যা প্রচার আশ্রয় করে মমতা ব্যানার্জী রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখল করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সহযোগী যেমন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ছিলেন তেমনভাবেই বিজেপি, বিশেষ করে আর এস এস-এর প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিলই।

ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই মমতা ব্যানার্জীর সরকার বিপুল বেগে সমস্ত ধরনের চক্ষু লজ্জা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতির প্রসার ঘটাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বামপন্থীরা এ প্রসঙ্গে বারংবার অভিযোগ তুললেও সেসব নস্যাৎ করেছেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো। বর্তমানে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অনুব্রত'র মতো শীর্ষ তৃণমূল নেতাদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে পড়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট যথার্থই এমন অভূতপূর্ব দুর্নীতির পিছনে 'মাথা'র খোঁজ করতে সিবিআই এবং ইডিকে নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিমো নিজেই আসরে নেমে মোদী মারফৎ তদন্তের গতি হ্রাস করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর এমন অপচেষ্টার পরেও স্বস্তিতে নেই রাজ্য সরকার। রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র দলীয় নেতা-নেত্রীদের আখের গোছানোর যে প্রক্রিয়া চলছে তা, এখন সরকারের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ফেলেছে।

ভিজিংজামে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কেরল সরকার

কেরলে আদানির ভিজিংজাম বন্দর নির্মাণের প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন কয়েক সহস্র মৎসজীবী, সাধারণ নাগরিক সহ ত্রিবান্দ্রমের আর্চ বিশপদের একাংশ। গত শনিবার প্রতিবাদী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কেরলের সরকার হিংসার আশ্রয় নেয়।

গত শনিবার ভিজিংজামে পৌরবন্দরের নির্মাণ কার্যের উদ্দেশ্যে যখন ২৫ ট্রাক পাথর নির্মাণস্থলের অভিমুখে যাত্রা করেছিল তখন বিক্ষোভকারী জনতা সেই ট্রাকগুলিকে ফেরত যেতে বাধ্য করে। সেই সময়ে নির্মাণকার্যের সমর্থনকারী একদল জনতার সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বাধে। উভয়পক্ষেই বহু ব্যক্তি দু'দিক থেকে নিক্ষিপ্ত পাথরে আহত হয়।

বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ত্রিবান্দ্রমের আর্চবিশপ ইউজিন পেরেরা সহ বহু বিক্ষোভকারীকে হত্যা এবং দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। প্রতিবাদী বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, ভিজিংজামের আদানি গোষ্ঠীর এই বন্দর প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কম করেও ৩৩৫টি মৎসজীবী পরিবার উচ্ছেদ হবে। শুধু তাই নয় বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও ধ্বংস হবে। বিক্ষোভকারীরা যথাযোগ্য পুনর্বাসন সহ অবিলম্বে এই প্রকল্প বন্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এভাবে আদানি গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করে বন্দর নির্মাণের বিষয়ে কেরলের বামপন্থী সরকার স্বভাবতই তথাকথিত উন্নয়নের বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে।

২২তম জাতীয় সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের উদ্বোধনী ভাষণ

আর এস পি'র ২২তম সর্বভারতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ১১ নভেম্বর। নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের স্পীকার হলে। কম. ক্ষিতি গোস্বামী মঞ্চে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে দলের সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, ভারত একটি বিশাল দেশ। এমন বিপুলত্ব বিশ্বের ছ'সাতটি দেশের থাকলেও এমন বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য প্রায় অতুলনীয় বলা যায়। এ দেশের মানব সমাজে বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে প্রায় যুগ যুগান্ত ধরে। কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এ ধরনের অবস্থা গড়ে ওঠেনি। স্বাধীন ভারতের শাসন প্রণালী পরিচালনার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় সরকারের সমস্ত ধরনের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশ হিসেবে সংবিধান নির্মিত হয়। সংবিধান প্রণেতারা ভারত রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, যাপন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন। দেশের সংবিধানের বিশেষ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। সংবিধানের অন্যতম প্রধান বিবেচনা ছিল এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি।

বিগত আট নয় বছর যাবৎ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করছে আর এস এস ও বিজেপি। এ গোষ্ঠীর না-পসন্দ ভারতের ঐতিহ্যবাদী বহুত্ববাদী সংস্কৃতি।

ভারত রাষ্ট্রে চরম অবক্ষয়প্রাপ্ত ও সংকটদীর্ণ পুঁজিবাদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশে দেশের জনসমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করতে পারলে পুঁজির অপশাসন বঞ্চনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যেই মোদী সরকার দেশের শ্রমকারী মানুষদের ক্রমাগত বিভাজিত করে চলেছে।

ভারত প্রায় ১৩৮ কোটি মানুষের দেশ। চিনের পরেই ভারতের অবস্থান। অন্য বহুবিধ প্রসঙ্গে না হলেও জনসংখ্যার নিরিখে তো বটেই। অন্য কোনও দেশই এই সংখ্যার কাছাকাছি আসে না। বিগত কয়েক বছর আগে 'People of India' বা 'ভারতের মানুষ' একটি ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের এই প্রকল্পটি ৪৬৩৫টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গবেষণা করে এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের পর একটি ব্যাপক প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এই ধরনের আরও অনেক সদর্থক গবেষণা ভারতে হয়েছে। এ ধরনের সমীক্ষাগুলি বিভিন্ন ধর্ম, গোষ্ঠী, গোত্র, লোকধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে গভীর আলোচনা করে জানায় যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যেও অজস্র বিভিন্নতা আছে। একে অন্যের থেকে বহুলাংশেই এরা পৃথক। জানা যায় যে, হিন্দুদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৩৫৩৯টি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। একইভাবে ইসলাম ধর্মের মানুষদের মধ্যে ৫৮৪টি সম্প্রদায় সক্রিয়। এরা সবাই মুসলিম হলেও এদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। খ্রিস্টানদের মধ্যে ৩৩৯টি, শিখ ১৩০টি, জৈন ১০০ এবং বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী মানুষরা ৯৩টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এসব ছাড়াও ভারতে পার্সি ও ইহুদি ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। সর্বোপরি ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা ৭১৯টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এঁদের অনেকেই নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা গোষ্ঠীপতির অনুসারী। কোনও একটি নির্দিষ্ট ধর্মভুক্ত বলে এঁদের বিবেচনা করা যায় না। আর এস এস এই বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীকে 'বনবাসী' নামে অভিহিত করে হিন্দু ধর্মের অনুসারী বলে বিবেচনা করে। এই উদ্দেশ্যে আর এস এস তথাকথিত সনাতন ধর্মের নামে আদিবাসী মানুষদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। অনেকের মধ্যে ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া চলছে। এসবই হচ্ছে ভারত 'এক দেশ, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক পতাকা, এক ভোট, এক নেতা' বিষয়ক প্রচারকে জোরদার করতে।

আর এস এস ও বিজেপি'র সর্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী সুলভ আক্রমণে দেশের সাধারণ জনসমাজ বিধ্বস্ত। অর্থনৈতিকভাবে দেশের শ্রমজীবী মানুষ চরমভাবে আক্রান্ত। পাশাপাশি মানুষের বোধগুলি বিকারগ্রস্ত করার অদম্য অপচেষ্টা ধারাবাহিক। একদিনে যেমন আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংস্র আক্রমণগুলির যথাযথ মোকাবিলা করতে হবে ঠিক তেমন ভাবেই মানুষের মধ্যে তীব্রগতিতে চারিয়ে দেওয়া অনৈতিক বোধগুলির বিরুদ্ধেও নিবিড় মতাদর্শগত সংগ্রাম ব্যাপকভাবে চালিয়ে যেতে হবে। এই বিষয়ে সাফল্য পেতে হলে মার্কসবাদ লেনিনবাদের গভীর চর্চা যেমন দলের সমস্ত স্তরে চালিয়ে যেতে হবে, ঠিক তেমনই মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনায় ব্যাপকভাবে ভারতের জনবিন্যাস, ধর্মবোধ এবং সংস্কৃতিগত দিকগুলি সম্পর্কেও দলকে আরও সচেতন হতে হবে। এছাড়া গত্যন্তর নেই। কম. মনোজ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন যে, ভারতের ভাষাগত বিন্যাসও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

এদেশে বাইশটি মুখ্য ভাষা যেমন, তামিল, তেলুগু, মালায়লম, উর্দু, বাংলা, হিন্দি, মারাঠী, গুজরাটি ওড়িয়া প্রভৃতি রয়েছে। প্রত্যেকটি ভাষাই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উল্লেখ করতে হয় যে, ভারতে এতগুলি মুখ্য ভাষা ছাড়া সাড়ে উনিশ হাজারেরও বেশি কথ্যভাষা প্রচলিত। এমন একটি দেশে হিন্দি ভাষাকেই একমাত্র ভাষা হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া অসমীচীন এবং বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ একটি চরম আধিপত্যমূলক অপচেষ্টা। এমন এক উদ্যোগকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করে কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন যে, ২০০৭-০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া তীব্র সংকটের অভিঘাত বিভিন্ন পুঁজিবাদী বা তথাকথিত প্রাগ্রসর দেশগুলিতে অনুভূত হয়েছিল। পুঁজিবাদের মুরুব্বি দেশগুলি এই সংকটের তীব্রতায় ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়ে। এমন সংকট থেকে উত্তরণের কোনও পথ তারা খুঁজে পায়নি। নানাভাবে অস্বীকার করলেও সেই সময়ের সংকট যে বিশ্বপুঁজিবাদের অমোঘ সংকট একান্তভাবেই সত্য। ওয়াশিংটন ঐকমত্যের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি নির্দিষ্টভাবে স্থির করে যে আরও উদগ্র বা কঠোরভাবে নয়া উদারবাদের প্রচলন করতে হবে। সেই উদ্দেশ্য পূরণে দেশে দেশে গণতন্ত্রের ন্যূনতম পরিবেশও ধ্বংস করতে তারা পিছপা না হবার সিদ্ধান্ত নেয় বলেই অনেকের ধারণা। আমরা লক্ষ করতে পারি যে, ২০০৮-এর পর থেকে নানা দেশে অতি দক্ষিণপন্থী শাসকদের অগ্রগমন শুরু হয়ে যায়। স্বৈরাচারী ব্যক্তিবিশেষের আধিপত্যকামী শাসনের প্রচলন হতে থাকে। বামপন্থার বিরুদ্ধে বিশেষ কঠোর অবস্থান অবলম্বন করে বিশ্বপুঁজিবাদের মুরুব্বিরা। অতি দক্ষিণপন্থী ক্রূর শাসকদের পরিকল্পিত অত্যাচারে জনজীবন বিশেষ করে মেহনতী মানুষের জীবনের ওপর আক্রমণ শাণিত হয়ে চলে। গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পরিকল্পনামাফিক ছিনিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চালু হয়।

এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে তো কম. ভট্টাচার্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান, ভারতে নরেন্দ্র মোদী কিংবা ব্রাজিলের মতো আর একটি বিশাল দেশে জায়ের বোলসোনারোর একনায়কসুলভ শাসন প্রচলনের কথা বলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতাব্দীপ্রাচীন শ্বেত সন্ত্রাসবাদী অপশক্তিগুলির সহায়তায় ডোনাল্ড ট্রাম্প একের পর এক অতি দক্ষিণপন্থী কার্যক্রম চালিয়ে যান। মার্কিন দেশ একদা ক্লু ক্লুৎস ক্লাবের মতো ফ্যাসিবাদী সংগঠন আবারও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ওই দেশের শ্রমকারী মানুষদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ফ্যাসিবাদী কায়দায় ছিনিয়ে নেওয়া হতে থাকে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বিরূপ ভূমিকা নিয়ে চলে মার্কিন শাসককুল। একই অবস্থা চলতে থাকে ব্রাজিলে। জায়ের বোলসোনারোর মতো এক চূড়ান্ত স্বৈরশাসক দেশের শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি আমাজন অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করে, নির্বিচারে হত্যা করে ওইসব অঞ্চলগুলির অধিকার বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের খনিজ ব্যবসার জন্য তাদের হাতে তুলে দেবার ঘোষণাও করেন। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে, আতঙ্কিত করে তাঁর অপশাসন অব্যাহত রাখার পথে চলেন।

ভারতের মত অনন্য বৈচিত্র্যময় একটি দেশে অতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যথা, আর এস এস-বিজেপি'র অপশাসন চলছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সংকটগ্রস্ত আন্তর্জাতিক পুঁজির নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতোই ভারতের বিপুলসংখ্যক মানুষের বিরুদ্ধে মুক্তবাজার অর্থনীতি জোর করে চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এমন অবস্থার উদ্ভব। বিগত দিনে জাতীয় কংগ্রেসের অপশাসন এবং ব্যাপক দুর্নীতিও মোদীর মতো ঐক স্বৈরশাসকের অভ্যুত্থানে সহায়ক হয়েছিল। আন্তর্জাতিক আগ্রাসী পুঁজির যে প্রবল পরাক্রমী ভূমিকা আর এস এস-এর মতো একটি ফ্যাসিস্ত অপশক্তির অস্তিত্বকে বিশেষ প্রশ্রয় দিয়ে ভারতে একটি অস্বাভাবিক দক্ষিণপন্থী আগ্রাসনের আধিপত্যবাদ প্রসারের সুচারু ব্যবস্থা করেছে সে সম্পর্কে কোনও সংশয় নেই। এ বিষয়ে ২২তম সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে বর্তমানে অতি দক্ষিণপন্থার বিজয়রথের অগ্রগমন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। দেশে দেশে সাধারণ মানুষের জীবনের যে চরম অনিশ্চয়তা বাসা বেঁধেছে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। লাতিন আমেরিকার নানা দেশে ইদানীংকালে বামপন্থার বিজয় বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ব্রাজিলের স্বৈরশাসক জায়ের বোলসোনারো অধুনা সংঘটিত নির্বাচনে পরাভূত। বলিভিয়া, পেরু, চিলি প্রভৃতি রাষ্ট্রে বামপন্থার বিজয় বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। ভারতেও প্রতিস্পর্ধী শক্তিগুলি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী ভূমিকা নিচ্ছে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, মোদী মোটেই অপরাজেয় নয়। তাঁর ফাঁকিগুলি মানুষের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, মার্কিন মুলুকে যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাভব সত্ত্বেও ট্রাম্পবাদ সক্রিয়। শ্বেত সন্ত্রাসবাদী অপশক্তিগুলি এই দেশের নানাস্থানে বর্ণবিদ্বেষী অত্যাচার চালিয়েই যাচ্ছে। ঠিক এভাবেই ভারতে মোদী জমানায় যে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেভাবে জাতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ পরিব্যাপ্ত হয়েছে তা থেকে মুক্ত হতে ধারাবাহিক তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামে আমাদের ঐকান্তিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হবে।

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে আর এস পি হঠাৎ করে ১৯৪০ এর ১৯ মার্চ উদ্গত হয়নি। এ দেশের বহুসংখ্যক বিপ্লবী যাঁরা ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করতে করতে রুশ বিপ্লব পরবর্তীকালে মার্কসবাদ লেনিনবাদের নিবিড় চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁরাই বহুবছরের প্রচেষ্টা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অবশেষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভ্রান্ত পথচারিতার বিরুদ্ধে একটি যথাযথ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে যেমন অবিভক্ত বাংলার বহু বিপ্লবী ছিলেন, অনুশীলন গোষ্ঠীভুক্ত বিপ্লবীরা ছিলেন তেমনভাবেই অনুশীলন দলের উদ্যোগে গড়ে ওঠা হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান দলের বহু বিপ্লবী সামিল ছিলেন। আমাদের গর্ব করার সবিশেষ কারণ রয়েছে যে, আর এস পি'র মতো একটি বিশিষ্ট মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের প্রতিষ্ঠার পিছনে শহিদ-এ-আজম ভগৎ সিং, আসফাকুল্লা, শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী প্রমুখরও সনিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯২০ সালে কিংবা মতান্তরে ১৯২৫ সালে গঠিত হলেও ভগৎ সিং-এর মতো মহাবিপ্লবী তথাকথিত কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই গেছেন। আর এস পি একটি ছোট দল হলেও এই দলের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস কোনভাবেই সামান্য নয়। বর্তমানে সারা দেশে যে বহুসহস্র নরনারী দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁদের সকলকেই সচেতনভাবে গর্বিত বোধ করার বিশেষ কারণ আছে।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য সমবেত সকল প্রতিনিধিদের কাছে আহ্বান জানান যে, প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে নিবিড় তত্ত্ব অনুশীলনে ব্রতী হতে হবে। একই সঙ্গে সচেতনভাবে ব্যাপক সংখ্যার মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিরসনের লক্ষ্যে আপসহীন গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষই ইতিহাস নির্মাণ করে এবং তাঁদের মধ্যে সঠিক চেতনাবোধের প্রসার ঘটিয়ে আগামীদিনে আমাদের চলার পথ নিরূপণ করতে হবে।

ব্রাজিলে স্বৈরশাসক জায়ের বোলসোনারোর বিদায়

গত ২ ও ৩০ অক্টোবর ব্রাজিলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ওই দেশের নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না পেলে প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণ নিরপেক্ষভাবে দ্বিতীয় পর্বের ভোটগ্রহণ হবে। বিগত দিনে দক্ষিণ আমেরিকার এই বিশাল দেশটির শাসন ক্ষমতায় চরম বা অতি দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারী শাসক জায়ের বোলসোনারো রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি এবারেও প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন । তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন বামপন্থী ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা লুই ইনাশিও লুলা দ্য সিলভা। প্রথম দফার ভোটে লুলা পেয়েছিলেন প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট। বোলসোনারো ৪৩ শতাংশের কিছু বেশি। ৫০ শতাংশের বেশি সমর্থন না পাওয়ায় দ্বিতীয় পর্বের ভোটগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয় পর্বে ৩০ অক্টোবরের ভোটে লুই ইনাশিও লুলা ৫০.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আগামী ১ জানুয়ারী ২০২৩-এ তিনি শপথ গ্রহণ করে আগামীদিনে ব্রাজিলের সর্বময় দায়িত্ব নেবেন। স্বৈরাচারী বোলসোনারোর সমর্থক সংখ্যাও বিপুল। কঠিন লড়াই।

লুই ইনাশিও লুলা দ্য সিলভা প্রাথমিকভাবে ধাতু শিল্পের শ্রমিক। বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম থেকেই যুক্ত। ১৯৮০ সালে তাঁর উদ্যোগেই ব্রাজিলে ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হয়। সেই সময়কালে ব্রাজিলে মার্কিন মদতপুষ্ট সেনাবাহিনীর স্বৈরশাসন চলছে। সুদূর ১৯৬৪ সাল থেকেই মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ চলতে শুরু করে। চরম আধিপত্যবাদী এই অপশাসন এই বিশাল দেশটির সাধারণ জনজীবনে অকথ্য অত্যাচার চালায়। দেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবিক বোধ, শ্রমিক শ্রেণির ন্যূনতম সম্মান কোনকিছুই ছিল না। লুলা ১৯৮০ সালের পর থেকে ধারাবাহিক ভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন। বামপন্থী অংশের মানুষদের সম্মিলিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

ব্যাপক গণআন্দোলন এবং শ্রমিক শ্রেণির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে লুলার উত্থান। দীর্ঘ ২১ বছর ব্যাপী সেনাবাহিনীর স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হবার পরে এই দেশটিতে নতুন সংবিধান রচিত হয়। দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় জনগণের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয়। সেই কাজেও লুলা র বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

ইতিপূর্বে ২০০৩ সালে তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। নানাভাবে মার্কিন প্রভাব ক্ষুন্ন করার কর্মসূচি অনুসরণ করার ফলে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদের না-পসন্দ ছিলেন লুলা। লাতিন আমেরিকার একুশ শতকের সমাজতন্ত্র নির্মাণের ব্যাপক আন্দোলন লুলাকে সহায়তা দিলেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন না। তিনি অবশ্যই সে আন্দোলনের সহায়ক বা সহানুভূতি-সম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। লুলার দীর্ঘ ৭৭ বছরের জীবনে লড়াই সংগ্রাম ছিল নিত্যসঙ্গী।

২০১৮ সালের নির্বাচনে লুলার অংশগ্রহণ জোর করে বন্ধ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আজগুবি অভিযোগ এনে তাঁকে কারাগারে বন্দি করার উদ্যোগ নেয় সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট স্থিতাবস্থা বা কায়েমী স্বার্থবাদীরা। অবশেষে ২০১৯ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে অনৈতিকভাবে 'ফিচা লিম্‌পা' আইন প্রয়োগ করে কারাবন্দি করা হয়। এই অপকর্মে সহায়তা দিয়েছিলেন সেরজিও মোরো নামে জনৈক সুপ্রিম ফেডারেল বিচারপতি। তিনি আবার অবসর গ্রহণের পরেই সেই অপকর্মের পুরস্কারস্বরূপ জায়ের বোলসোনারো সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়ে বসেন।

দীর্ঘ ৫৮০ দিন নিতান্ত সাজানো অভিযোগে লুলা কারাবন্দি ছিলেন। এসব সত্ত্বেও লুলাকে দমন করে রাখা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ২০২১ সালে ২৩ মার্চ সুপ্রিম ফেডেরাল কোর্টে লুলার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিকে নস্যাৎ করে। ওই বছরেরই ২৪ জুন অন্য দুটি অভিযোগ থেকে মুক্তি পান লুলা।

নিরন্তর সংগ্রামের ঐকান্তিক সংযোগই তাঁকে ২০২২ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে সাহায্য করে। জায়ের বোলসোনারোর মতো এক নিকৃষ্ট শ্রেণি স্বৈরশাসককে ক্ষমতাচ্যুত করতে বামপন্থী লুলার কোনও বিকল্প ছিল না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট বোলসোনারো সমস্ত ধরনের অনৈতিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে ব্রাজিলের সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এক উদাহরণ হিসেবেই গণ্য হতে পারে।

জায়ের বোলসোনারো প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাবশিষ্য। ট্রাম্প তাঁর শাসনকালে গণতান্ত্রিক বোধের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শ্বেত আধিপত্যবাদের প্রসার ঘটিয়ে মার্কিন দেশকে এক প্রায় নরকে অবনমিত করার সুচারু কর্মসূচি নিয়ছিলেন। বোলসোনারোও ঠিক একই ধরনের পথ অনুসরণ করে গেছেন ব্রাজিলে। এই দুই স্বৈরশাসকই প্রকৃতি, পরিবেশ ও লোকসাধারণের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। বোলসোনারো ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি হবার পরেই তাঁর স্বরূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বিশ্বখ্যাত আমাজন নদীর অববাহিকায় লক্ষ বছর যাবৎ বসবাসকারী আদিম মানবসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তা ধ্বংস করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য, এই বিপুলাকার ভূখণ্ডের খনিজ সম্পদের ওপর মার্কিন দেশের বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের নিরুপদ্রব ও নিশ্চিত অধিকার প্রতিষ্ঠার অদম্য প্রচেষ্টা। তিনি ওইসব মানুষদের বিরুদ্ধে অতীতের সেনা স্বৈরশাসকদের মতোই চরম হিংস্র আক্রমণের পথগ্রহণ করার ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। একদা সেনাবাহিনীর এক আধিকারিক জায়ের বোলসোনারো একগুঁয়ে মনোবৃত্তি নিয়েই মানুষের ওপর নির্দয় আক্রমণ শানিত করেন। ফ্যাসিবাদী কায়দায় মানুষের অধিকার লুণ্ঠনের পথে চলেন এই স্বৈরশাসক। এতসবের পরেও ব্রাজিলের সাধারণ নির্বাচনে লুলার পক্ষে অনেক মানুষই থাকেন নি। সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট প্রচার মাধ্যম বোলসোনারোর পক্ষেই প্রচার করে যায়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিগত দিনের নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন ঠিক একইভাবে বোলসোনারোও ব্রাজিলের নির্বাচনে তাঁর পরাভব মেনে নিতে অস্বীকার করছেন। তিনি এই নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। ইনাশিও লুলাকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে তিনি কোনভাবেই প্রস্তুত নয়। সুতরাং আগামীদিনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি লুলাকে বিশষ বেগ পেতে হবে এই অতি দক্ষিণপন্থী ভাবাদর্শ আশ্রিত অপকর্মগুলি সামলাতে। আশার কথা, লাতিন আমেরিকার বহু দেশ যথা, কিউবা, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, চিলি, পেরু, নিকারাগুয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিরোধী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রাজিলের কিংবা বামপন্থী লুই ইনাশিও লুলা দ্য সিলভার পাশেই থাকবে।

"অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়ার সংগ্রাম তীব্র করে শোষণহীন সমাজগড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলুন"—কলকাতায় নভেম্বর বিপ্লবের স্মরণসভায় আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মনোজ ভট্টাচার্যের আহ্বান

গত ১৭ নভেম্বর, উত্তর কলকাতায় সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত রামমোহন লাইব্রেরী হলে, আর এস পি কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে নভেম্বর বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড় এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কম. দেবাশীষ মুখার্জি।

দলের ২২তম রাজ্য সম্মেলন এবং সর্বভারতীয় সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই নভেম্বর বিপ্লব স্মরণ উপলক্ষে কলকাতার প্রকাশ্য সভায় নবনির্বাচিত নেতৃত্বের মুখে দলের বার্তা শোনার জন্য কর্মীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে জেলা আঞ্চলিক স্তরের নেতৃত্ব নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন, হল সংলগ্ন এলাকা লালে লাল হয়ে যায়, পার্টি পতাকা, চাইনিজ আর পোস্টারে সুসজ্জিত হয়।

দলের সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য তাঁর নাতিদীর্ঘ আলোচনায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রেক্ষাপট, দুনিয়া কাঁপানো দশদিনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং লেনিন পরবর্তী সময়ে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শগত বিচ্যুতি এবং ধীরে ধীরে সোভিয়েতের পতন বিষয়ে একটি সাবলীল আলোচনার মধ্য দিয়ে, আজকের ভারতবর্ষের বহুজাতিক পুঁজিবাদ সৃষ্ট আর্থসামাজিক সঙ্কট এবং নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায়, সঙ্কট মোচনে পথ নির্ধারণের কথা বলেন। কম. ভট্টাচার্য সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ব্যাখ্যা করে কিভাবে দেশে ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাজ্যে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দক্ষিণপন্থী দলগুলি দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নের মধ্য দিয়ে দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদী আবহ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন সে বিষয়ে কর্মীদের অবগত করেন। এই প্রেক্ষাপটেই কম. ভট্টাচার্য নভেম্বর বিপ্লবে লেনিনিয় কৌশলের কথা উল্লেখ করে সকলের জন্য কাজ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যের শোষণ মুক্ত সমাজগঠনের দাবি দাওয়ার সংগ্রাম তীব্র করে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানান।

নবনির্বাচিত রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড়, দেশ ও জাতির সংকটের মুহূর্তে, ১৯১৭ সালের সফল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আর এস পি'কে আদর্শ মার্কসবাদী, লেনিনবাদী দল হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কম. হোড় বিভিন্ন গণসংগঠনগুলিকে সক্রিয় করার উপর জোর দেন।

সভার সভাপতি কলকাতা জেলা সম্পাদক কম. দেবাশীষ মুখার্জী, সভার শুরুতে নভেম্বর বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী স্মরণের তাৎপর্য এবং শেষে কলকাতা জেলার সকল স্তরের কর্মীদের কর্মসূচি সফল করার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, সভার শুরুতে উত্তর কলকাতা-১, উত্তর কলকাতা-২ ও উত্তর পূর্ব কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে নবনির্বাচিত পার্টির রাজ্য সম্পাদক, পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও কলকাতা জেলা সম্পাদককে দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

আর এস পি ২২তম রাজ্য সম্মেলনে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শক্তিশালী করার আহ্বান

প্রান্তিক, দরিদ্র মানুষের মিছিলে আবার মুখরিত হল বালুরঘাট শহর। কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। একশো দিনের কাজ বন্ধ। মাসের পর মাস একশো দিনের কাজের মজুরি বকেয়া রয়েছে। গ্রামের মানুষ বাধ্য হয়ে পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ নিয়ে হাজার হাজার মানুষ পা মেলালেন আর এস পি'র মিছিলে। গত ১৫ অক্টোবর আর এস পি রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে এমনই ঐতিহাসিক মিছিলের সাক্ষী রইল বালুরঘাট শহর।

জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত এই জেলার খেটে খাওয়া মানুষের সুদীর্ঘকালের সাথী আর এস পি। তাই, সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ সফল করতে তাঁরাই বহুদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছেন। গণ অর্থ সংগ্রহ করেছেন। আর এস পি'র নেতৃত্বে লড়াই সংগঠিত করতে মানুষ কতটা বদ্ধপরিকর মিছিলের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে তার প্রমাণ মিলল। পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে হাঁটলেন মহিলারা। কারো সঙ্গে শিশু সন্তান। শহরের নানা অঞ্চল পরিক্রমা করে মিছিল এসে শেষ হয় হাইস্কুল ময়দানের প্রকাশ্য সমাবেশ স্থলের সামনে। হাজার হাজার মানুষ মিছিলে হেঁটে শ্রদ্ধা জানালেন প্রয়াত জননেতা কমরেড ক্ষিতি গোস্বামীকে। রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর স্মরণে শহরের নাম দেওয়া হয় কমরেড ক্ষিতি গোস্বামী নগর। প্রান্তিক মানুষের দৃপ্ত মিছিল প্রমাণ করল, সংসদীয় রাজনীতির তথ্য যাই বলুক, এখনও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সাথী আর এস পি।

প্রকাশ্য সমাবেশে উদাত্তকণ্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের বালুরঘাট শাখার শিল্পীরা। এরপর রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। কমরেড চৌধুরী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বাম ঐক্য সুদৃঢ় করে আন্দোলনের আহ্বান জানান। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড সুভাষ নস্কর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির পাশাপাশি রাজ্য সরকারের নীতিগুলিরও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন রাজ্যজুড়ে চলছে দুর্নীতি, তোলাবাজি। উৎকোচ ছাড়া কোনো কাজ হচ্ছে না। শাসক দলের নেতারা অবৈধ উপায়ে সম্পত্তিবান হচ্ছেন। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একশো দিনের কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফসলের দাম পাওয়া যাচ্ছে না। দুই সরকারেরই কৃষি নীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক ঘোষ বালুরঘাটের সংগ্রামী ঐতিহ্য এবং গণ আন্দোলনে আর এস পি'র গৌরবময় অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে, নীতির প্রশ্নে আপস না করে, বামপন্থায় অবিচল থেকেই সংগ্রাম শক্তিশালী করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিক বিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলেছে। বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার পথে সরকার জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের নীতিতেও মোদী সরকারের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। এই সরকারের আমলে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। সামাজিক অবক্ষয় ঘটছে চরম ভাবে। উভয় সরকারের বিরুদ্ধে তিনি গণ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

প্রকাশ্য অধিবেশনের পর ১৫ অক্টোবর সম্মেলনস্থল কমরেড নর্মদা রায় মঞ্চে (বালুরঘাট নাট্য মন্দির) শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। অধিবেশনের শুরুতে দলের রক্তিম পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বনাথ চৌধুরী। কমরেড তপন হোড়, কমরেড সুভাষ নস্কর, কমরেড মৃন্ময় চ্যাটার্জী ও কমরেড সুচেতা বিশ্বাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি হন, কমরেড তপন হোড়। শুরুতে সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন কমরেড বিশ্বনাথ চৌধুরী। এরপর প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে রাজ্যের জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্পোরেট তোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা। সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিরা নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

দুদিন প্রতিনিধিদের আলোচনার শেষে ১৭ অক্টোবর বক্তব্য রাখেন আর এস পি সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি কেরল রাজ্যের সম্মেলনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। সেই রাজ্যে ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ই অক্টোবর সম্মেলন চলেছে। মানুষের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা। কোল্লাম শহর লালে লাল করে দিয়েছেন দলের সংগঠকরা।

কম. মনোজ ভাট্টাচার্য জাতীয় সম্মেলনের রাজনৈতিক খসড়া রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সারা বিশ্বে পুঁজিবাদ আজ সঙ্কটের মুখে। সঙ্কট থেকে বাঁচতে শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমণ তীব্র করা হচ্ছে। উগ্র দক্ষিণপন্থা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিপন্ন করছে। তারই পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে বিশেষত, লাতিন আমেরিকায় বামপন্থার সাফল্য মানুষকে উৎসাহিত করছে।

কমরেড ভট্টাচার্য বলেন যে, দেশে বর্তমানে ফ্যাসিবাদী মতাদর্শে পরিচালিত আর এস এস-বিজেপি ক্ষমতায় আসীন। এই আমলে শ্রমজীবী মানুষের ওপর যেমন আক্রমণ আসছে, তেমন দেশের অর্থনীতিও গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি। করোনা অতিমারির সুযোগ নিয়ে সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলেছে। আর্থিক বৈষম্য তীব্রগতিতে বেড়েছে। বিজেপি'র অতি ঘনিষ্ঠ কর্পোরেট সংস্থা ও তাদের মালিকদের সম্পত্তি বহুগুণ বেড়েছে। অপরদিকে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে। তাঁদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের জনস্বার্থ বিরোধী সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক পরিষেবায় বরাদ্দ কমিয়ে কর্পোরেটদের ভর্তুকি বাড়ানো হয়েছে। চলছে অবাধে বেসরকারিকরণ।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যার সমাধানে সরকার উদাসীন। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম কমলেও, সরকার তা মানতে চাইছে না। কর্পোরেট তোষণের পাশাপাশি চলছে হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের পরিকল্পনা। দেশের সংবিধান এরা পালটে দিতে চাইছে। গণতান্ত্রিক, স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত করছে। এমনকি বিচার ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি দলিত ও মহিলাদের ওপরও নির্যাতন বেড়েছে। মানুষের প্রতিবাদ করার সাংবিধানিক অধিকার আজ বিপন্ন। প্রতিবাদীদের অগণতান্ত্রিক আইন ব্যবহার করে মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ করা হচ্ছে।

কমরেড মনোজ ভট্টাচার্য বলেন যে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে মতাদর্শের চর্চা বাড়াতে হবে। আর এস পি'র গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। দল ভগৎ সিং-দের মতো বিপ্লবীদের উত্তরাধিকার বহন করছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবীদের ইতিহাস চর্চা করতে হবে। তারই পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, আর এস পি মার্কসবাদী- লেনিনবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যের জীবনচর্যা সম্পর্কে দলের সদস্যদের সচেতন থাকতে হবে। রাজনৈতিক শিক্ষায় যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে। তেমনই কমিউনিস্ট পার্টির উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রক্রিয়াতেও সামিল হতে হবে। মতাদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ও কমিউনিস্ট দলের উপযুক্ত সাংগঠনিক রীতি নীতির অনুশীলন ছাড়া যোগ্য কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। তিনি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র করতে প্রতিনিধিদের সংগঠন শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে, রাজ্য সরকারের নিয়োগে দুর্নীতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি, শ্রমকোড, হিন্দি ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়াও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করে নারীর ক্ষমতা বাড়ানো ও দলের সর্বস্তরে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধির দাবিতে আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে, রাজ্যব্যাপী প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাজ্য সম্মেলনে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয় এবং কম. তপন হোড় সর্বসম্মতি- ক্রমে রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সম্মেলনে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল,

- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কারা বঞ্চিত হচ্ছেন, তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করে আন্দোলনের কর্মসূচি।
- ডিজিটাল রেশন কার্ডের নামে, রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগ যথাযথ না হওয়ার অজুহাতে রেশন পাওয়ার অধিকার থেকে বহুসংখ্যক মানুষকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ও রেশন দোকান থেকে খাদ্যশস্য সহ চোদ্দটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি।
- গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গসহ তিনটি রাজ্যে বি এস এফ এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার আয়তন বৃদ্ধির ফলে জনজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়লে তার বিরুদ্ধে সচেতন থাকা ও সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথ কর্মসূচির পরিকল্পনা।
- এন পি আর, এন আর সি, সি এ এ'র বিরুদ্ধে এবং নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোটার তালিকার সঙ্গে আধার সংযোগের মাধ্যমে এখন ঘুরিয়ে এন আর সি'র কাজ শুরু করার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা।
- একশো দিনের কাজের অধিকার নিয়ে এবং বঞ্চিত মানুষদের তথ্য গ্রামে গ্রামে সংগ্রহ করে প্রচার আন্দোলন ও সচেতনতা শিবিরের কর্মসূচি।
- রাজ্যের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদের বৈঠক নিয়মিত করা, পঞ্চায়েতের কাজ ও আর্থিক হিসেব নিকেশ জানার ও মতামত দেওয়ার অধিকার নিয়ে গ্রামবাসীদের ও পৌরাঞ্চলে ওয়ার্ড কমিটি নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতার কর্মসূচি।
- মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি-গুলির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি।
- এলাকায় এলাকায় ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলে স্থানীয় ইস্যুতে আন্দোলনের কর্মসূচি।
- পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ সম্পর্কিত ইস্যুতে কর্মসূচি।
- বিধানসভা বা লোকসভার ক্ষেত্রে ই ভি এম বাদ দিয়ে ব্যালটে ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রচার আন্দোলন।

ত্রিপুরায় সরকারি স্কুলে বেসরকারি অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি : আগরতলা ১৪ নভেম্বর : রাজ্য সরকার একটি প্রাইভেট টিউশন অ্যাপকে বিভিন্ন স্কুলে বাজার ধরার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এবার তার চেয়ে আরেক কদম এগিয়ে সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলোতে বেসরকারি অনুপ্রবেশের পথ আরও সুগম করেছে। ইতোমধ্যেই শিক্ষা দপ্তর থেকে জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের মারফত সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের 'বিদ্যাঞ্জলি' নামে একটি পোর্টালে স্কুলের নাম নথিভুক্তিকরণের নির্দেশ দিয়েছে। ঐ পোর্টালের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থা-সংগঠন, ব্যক্তি, এন জি ওকে সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলে অনুপ্রবেশের রাস্তা করে রাখা আছে।

সারা দেশে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রসহ সমস্ত সরকারি সংস্থা দ্রুততার সঙ্গে বেসরকারিকরণ এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালনার ব্যবস্থা করছে সেই পথ বেছে নিয়েছে ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। নয়া শিক্ষানীতির প্রচলনের একটি পরীক্ষাগার হিসেবে ত্রিপুরাকে বেছে নিয়েছে বিজেপি সরকার।

'দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা'-এর মতো শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশিকাতেও ভালো-ভালো গোছের কথাবার্তা আছে। নভেম্বরেই এই নির্দেশিকা শিক্ষা দপ্তর থেকে বেরিয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে গেছে। তারপর স্কুল পরিদর্শক হয়ে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে যাচ্ছে। তাতে বলা হয়েছে, স্কুলের পরিকাঠামো, সুবিধা, শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের জন্য এই পোর্টাল কাজ দেবে। এরজন্য বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি ভারতীয় কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং নাগরিকদের স্বেচ্ছা অংশগ্রহণ আসবে।

প্রশ্ন উঠছে, সরকার কী শিক্ষায় তার দায়িত্ব থেকে ধীরে ধীরে হাত গুটিয়ে নেবার কৌশল নিয়েছে? ব্রিটিশরা বাণিজ্য করার নাম করে ভারতে এসে দেশকে দখল করেছে। দু'শো বছরের পরাধীনতার অত্যাচার কে না জানে। সরকার কী স্কুলের পরিকাঠামো, সুবিধা এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করতে পারে না? এরজন্য সরকারের কাছে টাকা নেই? থাকলে বেসরকারি ক্ষেত্রকে ঢুকতে দেয়ার অভিসন্ধির পেছনে রহস্য কী? ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বার বার আক্রমণ নেমেছে। কখনও ছাত্র-ছাত্রী কম অজুহাত তুলে বহু স্কুল বন্ধ করা হয়েছে। অনেক স্কুল বেসরকারি হাতে তুলে দেবার চেষ্টা হয়েছে। বিদ্যাজ্যোতির নামে কার্যত শিক্ষার অধিকার আইনকে খর্ব করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে স্কুলগুলো এবং তার শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছিল। কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে সেই সংস্থা এখন গায়েব হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন সরকারি স্কিমকে রূপায়ণের নামে বেসরকারি সংস্থাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এবার 'বিদ্যাঞ্জলি পোর্টাল'-এর আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। এর পেছনে কী দূরভিসন্ধি রয়েছে প্রশ্ন দানা বেঁধেছে।

২২তম সর্বভারতীয় সম্মেলন

নয়াদিল্লির কন্সিটিউশন ক্লাবের স্পীকার হলে আর এস পি'র ২২তম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে বারোটি রাজ্য থেকে সর্বমোট ৩৮৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রতিবেদনটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে প্রতিনিধি সভায় আলোচনার জন্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, ২ এবং ৩ জুলাই, ২০২২ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় খসড়া প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। তারপরে বিগত তিন চার মাসে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী যেমন ব্রাজিলে লুলার বিজয় বা ইংলন্ডে টোরি পার্টির দুর্দশা প্রভৃতির ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়নি।

সাঁইত্রিশ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সকলেই খসড়া রিপোর্ট সমর্থন করে কিছু সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তিনদিনের অধিবেশন শেষে ৫৩ জন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। সর্বসম্মত ভাবে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন কম. মনোজ ভট্টাচার্য। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনাময় সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি মণ্ডলীর সভাপতি কম. বাবু দিবাকরণ। সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন কম. বুধসেন রাঠোর, কম. সুভাষ নস্কর, কম. সিসিলি এবং কম. কর্নেল সিং।

নিম্নে উল্লিখিত সদস্যদের সমন্বিত করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য, কম. এ এ আজিজ, কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন, কম. বাবু দিবাকরণ, কম. ইল্লিকাল অগস্তি, কম. কে এম বেণুগোপালন, কম. প্রকাশ বাবু, কম. শিবকুমার, কম. কে. সিসিলি, কম. জে মধু , কম. রেতনাকুমার, কম. টি সি বিজয়ন, কম. সনল কুমার, কম. শিবু বেবি জন, কম. সানিকুট্টি, কম. কে জয়কুমারর, কম. হরিশ নাম্বিয়ার, কম. শিবু কোকানি (স্থায়ী আমন্ত্রিত), কম. শ্রীকুমারন নায়ার, কম. পি জি প্রসন্নকুমার, কম. সি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী, কম. তপন হোড়, কম. অশোক ঘোষ, কম. সুভাষ নস্কর, কম. মনোহর তিরকি, কম. গোপাল প্রধান, কম. জানে আলম মিঞা, কম. মৃন্ময় চ্যাটার্জী, কম. প্রমথেশ মুখার্জী, কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, কম. নিজামুদ্দিন আহমেদ, কম. চন্দ্রশেখর দেবনাথ, কম. সুচেতা বিশ্বাস, কম. পুলক মৈত্র, কম. দেবাশীষ মুখার্জী, কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত, কম. রাজীব ব্যানার্জী, কম. পার্থসারথি দাশগুপ্ত, কম. অঞ্জনাভ দত্ত, কম. সুবীর ভৌমিক, কম. নির্মল দাস, কম. নওফল মহঃ সফিউল্লা, কম. আর এম ডাগর, কম. শত্রুজিৎ সিং, কম. দীপক দেব, কম. রবিন মণ্ডল, কম. বুধসেন রাঠোর, কম. তনল মুর্ম্মু, কম. আশীর্বাদন, কম. জীবানন্দম, কম. জানকী রামুলু, কম. কর্ণেল সিং, কম. কল্যাণ (স্থায়ী আমন্ত্রিত)।

গুজরাটের খেড়ায় গোধরার হত্যাকাণ্ডের সাফাই অমিত শাহর

এত বেপরোয়া সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের নেতা অমিত শাহ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুর্সি থেকে সেই দুঃসহ স্মৃতির ভয়াবহতার সপক্ষে মন্তব্য করলেন, ''ওদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ওই সময়ে ওদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বলেই গুজরাটে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়েছে।'' এভাবেই রাষ্ট্রিক শক্তিতে বলীয়ান দাঙ্গাবাজ নেতা সংবিধানের বহুত্ববাদকে পদদলিত করছে চূড়ান্ত আস্পর্ধায়। গুজরাটের মতো সারা দেশে এরা এভাবেই শ্মশানের শান্তি স্থাপন করার দিকে এগোতে উৎসুক।

এখানে এই 'ওদের' শব্দটি সুনিশ্চিতভাবেই দেশের সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ভোটারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হিংস্রপ্রবণতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গণহত্যার ঘটনাকে রাষ্ট্রিক ন্যায্যতা দিতেও দ্বিধা করলেন না দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 'গুজরাটের উন্নয়নের' তথাকথিত মডেল যে কতটা ভাঁওতা, মিথ্যা প্রচার, সেই বিষয়টি অস্পষ্ট করে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এই ফ্যাসিবাদী দলটি। অমিত শাহের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, গুজরাটে এই রণকৌশল যদি ফলপ্রসূ হয় তবে আগামী ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই বীভৎস রণকৌশলটিকেই ব্যবহার করতে প্রস্তুত বিজেপি। অমিত শাহ এই কুৎসিত মন্তব্য করতে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, ২০০২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নাকি সংখ্যালঘু দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় দিত। যুগপৎ কংগ্রেস এবং সংখ্যালঘুদের শিক্ষা দিতেই এই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ এক ঢিলে বিরোধী দল ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসের ভয় দেখিয়ে রাখলেন অমিত শাহ। এভাবেই হিটলার-মুসোলিনির যোগ্য উত্তরসূরীরা জন্ম সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের বিষবৃক্ষ রোপণ করছে।

ত্রিপুরা সংবাদ

ত্রিপুরায় আর এস পি'র রাজ্য সম্মেলন

গত ৩০ অক্টোবর আর এস পি ত্রিপুরা রাজ্য দপ্তরের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় দলের দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন। প্রথমে দলের রক্তিম পতাকা উত্তোলন করেন সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। শহিদ বেদিতে মালা ও পুষ্প প্রদান করেন কম. মনোজ ভট্টাচার্য এবং রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব কম. জয়গোবিন্দ দেবরায়, সুদর্শন ভট্টাচার্য্য, গোপাল দাস, দীপক দেব, ভানু লোধ, শিবকুমার রায় সহ বিভিন্ন নেতৃত্বগণ। আর ওয়াই এফ, এস কে এস, ইউ টি ইউ সি, পি এস ইউ, এ আই এম এস প্রভৃতি গণসংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বগণ। সম্মেলনের শুরুতে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন কম. শিবকুমার রায়, কম. ভানু লোধ, কম. পূর্ণিমা দেবনাথ। প্রথমে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন কম. দেবদুলাল চক্রবর্তী। এরপর এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য তাঁর মূল্যবান আলোচনার মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তারপর কম. দীপক দেব রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনের উপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন শেষ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিভিন্ন দাবিসনদ সংক্রান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে। দাবিগুলো ছিল দ্রব্যমূল্য ও পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিন, জীবনদায়ী ওষুধ এর দাম কমানো। শিক্ষায় বেসরকারীকরণ বন্ধ করা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সকল শূন্যপদ পূরণ ও সকল বেকারের কাজ বা বেকার ভাতার ব্যবস্থা করা। নারী নির্যাতন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কৃষিজ উপাদান, কাঁচামাল, সঠিক সময়ে কৃষকদের কাছে পৌঁছানো। নয়া শ্রম ও কৃষি আইন বাতিল করা। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের গণতন্ত্র জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া। বিরোধীদল সহ সাধারণ জনগণ-এর উপর শাসক দলের অত্যাচার বন্ধে প্রশাসনের সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করা। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সকলে এই দাবিগুলো জোরালো সমর্থন করেন।

কম. দীপক দেব যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাকেও সকলে সমর্থন করেন। তারপর বিদায়ী সম্পাদক কম. সুদর্শন ভট্টাচার্য্য তাঁর মূল্যবান আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার উপর জবাবী ভাষণ রাখেন কম. দীপক দেব। সভাপতিমণ্ডলী পুরনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে প্রতিনিধিদের কাছে প্রস্তাবের আহ্বান করেন। উনিশ জনের রাজ্য কমিটির প্রস্তাব পেশ করেন কম. মুলকুস মিঞা।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য বিশ্ব পরিস্থিতি তথা আমাদের দেশ ভারত ও ত্রিপুরার সঙ্কটময় পরিস্থিতি নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। এই সময় আর এস পি কর্মী ও নেতৃত্বদের করণীয় কর্মসূচি বিষয়ে মহামূল্যবান আলোচনা করেন। ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে শোষিত জনগণের মুক্তি সম্ভব নয়। একমাত্র পথ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। কম. লেনিন মার্ক্স-এর অনুশীলিত কঠোর পথেই শোষিত জনগণকে এগিয়ে দিতে হবে। ২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভা ভোটে ফ্যাসীবাদী শাসক বিজেপি আই পি এফ টি জোট সরকারকে উৎখাত করতে আর এস পি কর্মীগণকে মন দিয়ে কাজ করার আহ্বানও জানান তিনি।

সম্মেলনে নতুন রাজ্য কমিটির গঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন কম. দীপক দেব। রাজ্য কমিটির অন্য কম. সদস্যগণ হলেন শিবপ্রসাদ রায়, গোপাল দাস, জয়গোবিন্দ দেবরায়, সুদর্শন ভট্টাচার্য্য, কালীপন ভট্টাচার্য্য, পুলক রায়, ভানু লোধ, পার্থ দাস শব্দর উদ্দীন শ্রীকান্ত দত্ত, দেবদুলাল চক্রবর্তী, ময়নাল হোসেন, মিঠু শীল, নারায়ণ চক্রবর্তী, সঞ্জয় প্রসাদ ধর, অনল দেব এবং কম. হারাধন জামাতিয়া।

গোমতী জেলায় গণ অবস্থান

আজ ২৬ সেপ্টেম্বর বিকাল চার ঘটিকায় উদয়পুর এস ডি এম অফিসের নীচে আর এস পি গোমতী জেলা কমিটির উদ্যোগে সংবিধান রক্ষা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পেট্রোপণ্য গ্যাস জীবনদায়ী ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি কমানো, বেকার সমস্যার সমাধান করা, রেগার মজুরি বৃদ্ধি বামপন্থী কর্মী সমর্থক সহ সাধারণ জনগণের উপর আঘাত বন্ধ করার দাবিতে অনুষ্ঠিত হয় এক অবস্থান কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন আর এস পি ভার প্রাপ্ত রাজ্য সম্পাদক কম. দীপক দেব, গোমতী জেলা সম্পাদক কম. ভানু লোধ জেলা, নেতৃত্ব কম. সঞ্জয় ধর, কম. শ্রীকান্ত দত্ত, কমরেড দেবদুলাল চক্রবর্তী সহ অনেক কর্মী সমর্থকগণ।

আর এস পি'র ২২তম জাতীয় সম্মেলনে আলোচনা সভার আয়োজন

গত ১১-১৩ নভেম্বর নয়াদিল্লীতে আর এস পি'র ২২তম জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১২ নভেম্বর ২০২২ অপরাহ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে ''গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা'' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, সি পি আই এম'র সাধারণ সম্পাদক কম. সীতারাম ইয়েচুরি, সি পি আই'র জাতীয় পরিষদের সম্পাদক কম. ডি রাজা, ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্পাদক কম. জি দেবরাজন, সি পি আই এম এল লিবারেশন'র কেন্দ্রীয় নেতা কম. রবি রায়, কংগ্রেসের জাতীয় নেতা শ্রীজয়রাম রমেশ। আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, একটা অমানবিক, সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিভূ, বিরোধী স্বরের কণ্ঠরোধকারী একটি সরকার আজ ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায়। স্বাধীনতার ৭৫তম বৎসর পালনে প্রধানমন্ত্রী যেদিন নারী সুরক্ষার কথা বলেন, তখন অন্যদিকে নারী নির্যাতনকারীদের কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে সেই দলের পক্ষ থেকে উল্লাস প্রকাশ করে মিছিল করা হয়। সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষকে এর বিরুদ্ধে একত্রিত হতেই হবে।

তিনি বলেন, ভারতের সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতা আজ ভুলুণ্ঠিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রসহ সরকারি দপ্তর বেসরকারিকরণ হচ্ছে। জনজীবনের সমস্যা সমূহ দূর করা দূরস্থান, প্রতিনিয়ত দুর্দশা বেড়েই চলেছে। সরকার কোনো দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। মানুষ এর বিরুদ্ধে সরব হলে, নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রকাশ্যে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দিষ্ট ধর্মের পক্ষে সওয়াল ও তাকে লালনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। লোকসভাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের বিরোধী নানাবিধ আইন প্রণয়ন করতে সচেষ্ট। সকলের সচেতন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া এর থেকে মুক্তির উপায় নেই।

সি পি আই (এম)-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক কম. সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, সারা দেশের সামনে মোদী-অমিত শাহর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি সহ সমগ্র অর্থনীতির কাছে ভয়ঙ্কর বিপদের চেহারায় দেখা দিতে চলেছে। এই মুহূর্তে দেশের শাসনক্ষমতা থেকে বিজেপি'কে উচ্ছেদ না করতে পারলে সমগ্র দেশ ছেয়ে অপ্রত্যাশিত অন্ধকার নেমে আসবে। প্রধানত বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রেণিসংগ্রাম, গণসংগ্রাম তীব্র করতে হবে। সংঘ পরিবার যে ধরনের সাংস্কৃতিক-সামাজিক হেজিমনি নির্মাণ করছে তার বিকল্পে জনমানসে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি বিরোধী হেজিমনি নির্মাণ করতে হবে। এটাই একমাত্র পথ।

সি পি আই জাতীয় পরিষদের সম্পাদক কম. ডি. রাজা বলেন যে, বিজেপি সরকার দেশের সংবিধানকে বিপন্ন করছে। ধর্মনিরপেক্ষভাবেই কেবল নয়, গণতন্ত্রও অস্তিত্বের সঙ্কটে। ভিন্ন মত প্রকাশের সুযোগ পর্যন্ত থাকছে না। ফ্যাসিবাদীদের প্রতিহত করতে বাম ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হবে। গণতান্ত্রিক শক্তিকেও এই লড়াইতে সামিল করতে হবে। তিনি বলেন বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে কী ভূমিকা গ্রহণ করবে তা কংগ্রেসকে নির্ধারণ করতে হবে। কংগ্রেস ঠিক করুক এই আন্দোলনে তারা বামেদের সঙ্গে সামিল হবে কিনা।

ফরওয়ার্ড ব্লকের জি দেবরাজন গণতন্ত্র রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে ছোট বড় সমস্ত বামপন্থী দলগুলোর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে বামগণতান্ত্রিক বিভিন্ন শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে চলার আগে সর্বপ্রথম বামদলগুলিকে ইস্পাত দৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের অক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পলিটব্যুরো সদস্য কম. রবি রায় বলেন যে, বিজেপি সরকার কর্পোরেটের নির্দেশে শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে। জীবন-জীবিকা বিপন্ন হচ্ছে, সংখ্যালঘু দলিতদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। দেশজুড়ে বুলডোজাররাজ কায়েম হয়েছে। এই সরকার গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানছে। সংবিধান বিপন্ন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ বলেন, আর এস পি সংখ্যার নিরিখে ছোট দল হলেও, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই দলের গুরুত্ব অপরিসীম এবং আর এস পি'র প্রয়োজনীয়তা কখনও অস্বীকার করা যাবে না। তিনি বক্তৃতার সূত্রে বলেন যে, ইউ পি এ সরকারের সঙ্গে যেমন পরমাণু চুক্তির বিষয়ে মতভেদ তৈরী হয়েছিল, সেই রকমই আর এস পি'র সঙ্গে যুক্ত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সৃষ্ট ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বিপদ সম্বন্ধে ভারত সরকারের বিরোধিতা করেছেন।

''ভারত জোড়'' কর্মসূচির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভারতকে ভাগ করতে সচেষ্ট, তাই কংগ্রেসের এই আন্দোলন। নানাবিধ বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎখাত করতে একজোট হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কম. শিবু জন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাংসদ কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন।

আর এস পি'র ২২তম জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

আর এস পি'র ২২তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ সহ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপিত এবং গৃহীত হয়।

কেরলের বন্ধ চা বাগানগুলি খোলা, আশা কর্মীদের এবং ১০০ দিনের কাজের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষিতে এবং সারে ভরতুকি ও কৃষি পণ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যবৃদ্ধি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়ক এবং অন্যান্য স্কীমে নিযুক্ত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, ঠিকা এবং পেরেনিয়াল কাজে নিযুক্ত কর্মীদের দু বছর কাজ করার পর স্থায়ীকরণ প্রভৃতি দাবি উত্থাপিত করেন বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ।

এছাড়া সারা দেশে নারী সমাজের উপর অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়। কেরলে এল ডি এফ সরকারের পরিচালনায় ভিজিংজাম বন্দর প্রকল্প একাধারে আদানী গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধি এবং অসংখ্য মৎস্যজীবী সহ উপকূল নিবাসী জনগোষ্ঠীর উচ্ছেদ এবং জীবনজীবিকার অনিশ্চয়তা সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি রোধ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এবং জীবিকা হারানো গরীব মানুষদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়।

কেরলের নারকেল থেকে উৎপাদিত কাঁচামালের শিল্পের সংকট নিরসনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া কাজুবাদাম শিল্পে সরকারী বিনিয়োগের প্যাকেজ ঘোষণার দাবি রাখা হয়। রপ্তানীর বাজার সংকুচিত হওয়ার বাহানায় রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধির চাপ থেকে কাঁচামালের বাজারকে মুক্ত করার দাবি রাখা হয়।

এছাড়া সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ যেভাবে সংখ্যালঘু সহ নিপীড়িত মানুষের উপর নিপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নমূলক আইন যথা ইউ এ পি এ, সিডিশন এ্যাক্ট, এন আই এ-র প্রয়োগে শুধু সংখ্যালঘু বিরোধিতা নয় সমস্ত ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার পথে এগোচ্ছে তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সি বি আই, ইডি, আই টি, ইত্যাদি স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে সরকার ও তার নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কর্মসূচি স্তব্ধ করার কাজে ব্যবহার করার তীব্র নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে ই পি এফ পেনশন মাত্র ১০০০ টাকার বদলে ন্যূনতম ৫০০০ টাকা করা হোক।

হিন্দী ভাষাকে সরকারী এবং শিক্ষায় প্রধান মাধ্যম করার ফ্যাসিবাদী হিন্দু-হিন্দী-হিন্দুস্থান অভিমুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সারাদেশে পুলিশ বাহিনীকে একই ইউনিফর্ম ব্যবহার করার সরকারি প্রস্তাবের সর্বস্তরে বিরোধিতা করতে হবে। চূড়ান্ত শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থবিরোধী লেবার কোড প্রত্যাহার করতে হবে।

আমদানীকৃত রবারের আমদানী শুল্ক হ্রাস করে দেশের চিরাচরিত রবার শিল্পের সঙ্গে জড়িত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক কর্মচারীদের জীবিকার সংকট ঘনিয়ে নেওয়ায় সরকারি নীতি প্রত্যাহার করতে হবে।

অনেকগুলি সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবও গৃহীত হয়। যেমন মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবং তরুতীর্থকে যথাক্রমে সর্বভারতীয় শিক্ষা ও শিক্ষক সংগঠনে রূপ দেওয়া, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় দপ্তর নির্মাণ করা, ইউ টি ইউ সি'র ছাতার তলায় সমস্ত ঠিকাকর্মী এবং স্কীম ওয়ার্কার শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করা, ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সম্মেলন যত শীঘ্র সম্ভব সংগঠিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষকদের আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য পুলিসি হামলা কলকাতার মিছিলে

গত ২৩ নভেম্বর সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য বকেয়া ডি এ, সরকারের সমস্ত দপ্তরে শূন্যপদ পূরণের দাবি এবং সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারিদের স্থায়ীকরণের উদ্দেশ্যে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির নিচে সমাবেশে একত্র হয়ে বিধানসভা অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন রাজ্যের অধিকাংশ সরকারি কর্মচারি এবং শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের ডাকে এদিন বাঁধভাঙা বন্যার মতো শ্রমিক কর্মচারিরা মিছিলে শ্লোগান তুলে কার্যত জনস্রোতের মতো আছড়ে পড়ে রানি রাসমণি রোডে। মিছিলের উত্তাল স্রোতে এর পর দুটি পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে যেতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই বেপরোয়া পুলিশ বাহিনী মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলের ওপরে। হিংস্র পুলিশ এবং সাদা পোশাক পরিহিত সরকারি গুণ্ডার দল শুধু লাঠি নয়, লাথি ঘুঁষি মারতেও কসুর করেনি। মহিলা সরকারি কর্মী এবং শিক্ষিকাদের গায়েও হাত তুলেছে পুরুষ পুলিশের দল। টেনে হিঁচড়ে পুলিশ ভ্যানে কার্যত ছুঁড়ে দিয়েছে মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনকারীদের। এবার আর আগের বারের মতো আন্দোলনকারীদের কামড়ে না দিলেও ঘুঁষি মারতে দেখা গেছে বহু পুলিশ কর্মীদের। প্রায় ৫০ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের হিংস্রতার খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ায় আন্দোলনকারীরা কার্যত প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করে গোটা রানি রাসমনি রোডের তিনটে লেন এবং ডোরিনা ক্রসিং রুদ্ধ করে দেন। পরে অবশ্য জনসাধারণের অসুবিধা এবং কলকাতার কেন্দ্রস্থলের জ্যাম ও যানবাহনের চলাচল স্তব্ধ করে দেবে ভেবে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সন্ধে গড়িয়ে রাত হওয়া পর্যন্ত রানি রাসমনি রোডের দুটি লেনে আন্দোলনকারীরা আটক কর্মচারী ও শিক্ষাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে অবস্থান চালিয়ে যান। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সরকারি কর্মচারি ও শিক্ষকদের যৌথমঞ্চ উপরোক্ত দাবিতে মিটিং মিছিল এবং অবস্থান আন্দোলন সংগঠিত করে। এভাবে ক্রমাগত মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে ঠকিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। এমনকি রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য তৃণমূল নেতৃত্ব একথাও প্রচার করছে যে বেশি বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা পূরণ করলে নাকি অধিকাংশ গরিব মানুষের জনমুখী প্রকল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। এমন জঘন্য প্রচারের মাধ্যমে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীন তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন স্বেচ্ছাচারী মুখ্যমন্ত্রী।

Vol. 70 Issue No. 20 শনিবার ২৬ নভেম্বর, ২০২২ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলন

আধুনিক চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত

জিশু সামন্ত

সম্প্রতি পতঞ্জলি যোগ পীঠের অধীনে থাকা হরিদ্বারের ভারতীয় শিক্ষা বোর্ড ও উজ্জয়িনীর মহর্ষি সন্দীপনী রাষ্ট্রীয় বেদ সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে থাকা অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস (এ আই ই ইউ)। এই দুই শিক্ষা বোর্ড, মূলত বৈদিক শিক্ষা, সংস্কৃত শিক্ষা, উপনিষদের শিক্ষা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সংমিশ্রণে তাদের পাঠক্রম তৈরি করেছে। এই দুই বোর্ড থেকে পাশ করা পড়ুয়াদের অন্য রাজ্য বোর্ড বা সি বি এস সি-আই সি এস সি বোর্ড থেকে পাশ করা পড়ুয়াদের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।

মহর্ষি সন্দীপনী রাষ্ট্রীয় বেদ সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ডের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কিছুদিন আগে বলেছেন, যে, নতুন বোর্ড সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরবে। বেদকে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরতে সরকার নতুন বোর্ডের অধীনে পাঁচটি বেদ বিদ্যাপিঠ গড়ে তুলবে। এগুলি গড়ে উঠবে 'চার ধাম' (যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ) ও কামাখ্যায়। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় শিক্ষা সম্পর্কে দেশের বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। উক্ত দুই শিক্ষা বোর্ডকে স্বীকৃতি প্রদান, সরকারের জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০তে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা সমস্ত স্তরেই সংস্কৃত ভাষাকে বেছে নিতে উৎসাহ দেবার কথা বলা হয়েছে—'Sanskrit will thus be offered at all levels of school & higher education as an important, enriching option for students, including as an option in the three language formula....through the use of Sanskrit knowledge system.' (National Education Policy 2020– Multilingualism & the power of language, Page-14).... আবার একই ভাবে Indian Knowledge System সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার কথাও বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস) পরিচালিত বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান ও (বি এ বি এস এস) ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারে উৎসাহ দেয় এবং তারা মনে করে ধর্ম ও সংস্কৃতি, দেশের দুরবস্থা দূর করতে সাহায্য করবে—তাদের কথায় '...দুর্ভাগ্যবশত ধর্মভূমি ভারতে ধর্ম, সংস্কৃতি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই। ...স্বাধীনতার পরেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরব ইত্যাদি জাগ্রত করার প্রভাবী প্রয়াস হয়নি। রাষ্ট্রের বর্তমান দুরবস্থার এটাও অন্যতম কারণ। ...আমাদের শাশ্বত ধর্ম, নীতি এবং জাতীয়তার শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রমুখ স্থান দেওয়ার আবশ্যিকতা আছে।"

শিক্ষা বিষয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আর এস এস) হিন্দু জাতীয়তাবাদী নীতির পরিপূরক।

বেদ-বেদান্ত উপনিষদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে কতটুকু আছে তা বিচার করে দেখতে হবে আমাদের দেশের নবজাগরণের মনীষী রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের চিন্তার ভিত্তিতে।

শিক্ষা সম্পর্কে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকমের। এঁরা দুজনেই সংস্কৃত ও বেদান্ত শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার কথা বলেছেন।

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার কথা স্থির করলে, প্রশ্ন ওঠে কি ধরনের শিক্ষা এদেশে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ভারতে যে ধরনের শিক্ষা প্রচলিত অছে সেই সংস্কৃত শিক্ষা না কি আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা। একদল প্রাচীনপন্থী পুরাতন সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করেন আর একদল আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচলনের কথা বলেন।

রামমোহন ছিলেন আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার পক্ষে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার পুরাতন সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে মত দেয়। এর প্রতিবাদে রামমোহন তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিঠি লেখেন ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর। তিনি বলেন—সরকার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর অর্থ হলো যে শিক্ষা দেশে আছে তাই শেখাতে চায়। আড়াই হাজার বছর ধরে আমরা এই শিক্ষা পেয়ে এসেছি। তাতে দেশের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই শিক্ষার পিছনে টাকা খরচের অর্থ হলো লর্ড বেকনের আগে ইংল্যান্ডে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল তাই শেখানো, যা তরুণদের হৃদয়কে অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো কথায় ভারাক্রান্ত করবে। এদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সংস্কৃত একটা বড় বাধা।

বেদান্ত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"Neither can much improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedanta, —in what manner is the soul absorbed in the Deity. What relation does it bear to the Divine Essence. Nor will youths be fitted to the better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all the visible things have no real existence, that as father, brother & therefore, the sooner we escape from them & leave the world better."

তিনি আরও বলেছেন—

"Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness." অর্থাৎ এই দেশটাকে অন্ধকারের মধ্যে রাখতে হলে সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতিই হবে সবথেকে ভালো উপযুক্ত পদ্ধতি।

রামমোহন চেয়েছিলেন শিক্ষা হবে—'A more liberal & enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, anatomy, with other useful science."... এখানে উল্লেখযোগ্য যে আজকাল যাকে আমরা Physics বলি তাকেই সেকালে 'natural philosophy' বলা হত।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন সাহেবকে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে সুপারিশ করতে বলা হয়। এই সময় বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ব্যালেন্টাইন সাহেব সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে পরামর্শ দেন কলেজে যেন বিশপ বার্কলে রচিত 'ইনকোয়ারি' পুস্তক পড়ান হয়। বার্কলে ছিলেন একজন ভাববাদী দার্শনিক। তিনি বলেছেন—"যে টেবিলে আমি লিখছি, বলতে গেলে তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু যদি আমার পড়ার ঘরের বাইরে চলে যাই তবে বলা উচিত টেবিলটা ছিল। 'বার্কলের মতে টেবিলটা বস্তু নয়, এটা আমাদের নিজস্ব ধারণা বা সংবেদন।

ইনকোয়ারি পুস্তক পড়াতে যখন সুপারিশ করা হয়, বিদ্যাসাগর তার প্রতিবাদে বলেন—'কতকগুলো কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। কারণগুলো এখানে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরেজি পাঠক্রমে খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলির বিরোধিতা করা। বিশপ বার্কলের ইনকোয়ারি পড়লে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতোই বার্কলে একই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। ইউরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।'

তিনি আরো বলেছেন—'শিক্ষা বলতে শুধু রিডিং, রাইটিং, এরিথমেটিক নয়, যথার্থ ও পূর্ণ শিক্ষা দাও। ভূগোল, জ্যামিতি, ন্যাচারাল ফিলজফি, মরাল ফিলসফি, পলিটিক্যাল ইকোনমি, সাহিত্য ইত্যাদি শেখানো দরকার। প্রশ্ন জাগে বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃতে প্রবল পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও কেন এঁরা ধর্মীয় শাস্ত্রভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও সেকুলার মানবতাবাদী শিক্ষার কথা বলেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর বিদ্যাসাগর নিজেই দিয়ে গেছেন জীবন সায়াহ্নে এসে, যা আমাদের কাছে এক ঐতিহাসিক শিক্ষা। তিনি বলেছিলেন—'এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বছর বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরুষ মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়।' অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন পুরাতন ধর্মীয় শাস্ত্রভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষার ফলে মানুষের চিন্তায় চেতনায় যে জড়তা তৈরি হয়েছে, সেই শিক্ষার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে, বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী সেকুলার মানবতাবাদী শিক্ষার প্রসার ঘটালে এদেশের উন্নতি হবে।

ভারতবর্ষে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও সেকুলার মানবতাবাদী শিক্ষা প্রসারে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর জীবনভর সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় স্বাধীন ভারতের কোনো সরকার বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন ও সেকুলার শিক্ষার প্রসারে যত্ন নেয়নি। এমনকি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনগুলিও এই বিষয়ে আশ্চর্য রকম ভাবে নীরব। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে, জ্ঞান বিজ্ঞান ও মানবতাবাদী সেকুলার শিক্ষার পরিবর্তে, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের অর্থ দেশের মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক যুগের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া, যা আধুনিক যুক্তিবাদী প্রগতিশীল চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মুর্শিদাবাদে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের আন্দোলন

রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চের ডাকে বকেয়া সহ ৩৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান, স্বচ্ছতার সাথে শূন্যপদ পূরণ, অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন ও রাজ্যের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে ২৩ নভেম্বর কলকাতায় বিধানসভায় অভিযান ও জেলায় জেলায় জেলাশাসক-এর দপ্তর অভিযান কর্মসূচিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় যৌথ মঞ্চের ডাকে 'জয়েন্ট কাউন্সিল অফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ও ইউনিয়নস্ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি সামিল হয়। জেলা ডি আই অফিসে জমায়েতে শিক্ষক-কর্মচারীদের যৌথ অবস্থানে আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন জেলা জয়েন্ট কাউন্সিলের সভাপতি কম. অসিত সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বও বক্তব্য রাখেন। এরপর সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। জেলাশাসকের অফিসের নিকট কালেক্টরেট মোড়ে পুলিশ মিছিল আটকায়। সেখানে রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান করে ও জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়ার দাবি জানাতে থাকে। সেখানে জয়েন্ট কাউন্সিলের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. নির্মল সরকার ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্ব। আন্দোলনের চাপে জেলাশাসকের পক্ষে

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-